



224035 - “কতক ক্বারীকে কুরআন লানত করে” এই হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহহি নয়

---

প্রশ্ন

এমন কোন হাদিস আছে কি: “কতক ক্বারীকে কুরআন লানত করে”?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লেখিত হাদিসটির কোন ভিত্তি আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জানি না। গাজালী (রহঃ) ‘ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন’ গ্রন্থে এ হাদিসকে আনাস বনি মালিকি (রাঃ) এর দিকে সম্বন্ধিত করছেন যে, তিনি বলেন: “কতক তলোওয়াতকারীকে কুরআন লানত করে”। [ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন (১/২৭৪) থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র-২ তে (৩/২১৩) এসছে যে: “এটি মায়মুন বনি মহিরানরে উক্তি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস নয়।

এর মর্ম হচ্ছে: এমন মুসলমিকে সতর্ক করা, যিনি কুরআন পড়েন; কিন্তু আমল করেন না। কারণ আল্লাহর বান্দাদরে মধ্যমে এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা কুরআনের নষিধোজ্ঞগুণা অবগত হয়; যমেন সুদরে নষিধোজ্ঞগুণা; এরপর সুদী কারবার করে। কথিবা জুলুমরে নষিধোজ্ঞগুণা; এরপর তারা জুলুম করে। কথিবা গীবত করার নষিধোজ্ঞগুণা; এরপর তারা গীবতে লিপ্ত হয়। এভাবে কুরআনে উদ্ধৃত আরও যে সব আদেশ ও নষিধে রয়েছে সেগুলোর ক্ষত্রেও। আল্লাহই তাওফিকদাতা।” [সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রাঃ) কে “কতক ক্বারীকে কুরআন লানত করে” এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল। কতিবকে কুরআন তার পাঠককে লানত করে এবং কেন?

তিনি জবাব দেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই হাদিসের সত্যতা জানি না। সুতরাং এর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই।

আর যদি সহহি সাব্যস্ত হয় তাহলে অর্থ হবে: কুরআনে এমন কিছু রয়েছে যা পাঠকারীর নিন্দা করা ও লানত করার দাবী করে। এ কারণে যে, সে কুরআন পড়ে কিন্তু কুরআনের নরিদশেগুলো লঙ্ঘন করে এবং নষিধেগুলোতে লিপ্ত হয়। আল্লাহর কতিবকে



পড়ে; অথচ আল্লাহর কতিবতে এমন কিছু রয়েছে যা তাকে ও তার মত যারা রয়েছে তাদেরকে গালি দায়ের দাবী করে। যহেতু তারা আদেশগুলো লঙ্ঘন করে এবং নষিধেগুলোতে লিপ্ত হয়।

এটাই এর নকিটতম মর্ম; যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহি সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর সত্যতা জানি না।”[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (২৬/৬) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।